দৈনিক বাংলা

18

তারিখ 30 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ছাত্রদের ভুল পড়াতে চাই না

রাজধানীর স্বনামধন্য গবঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর কোমলমতী ছাত্র "সাবিন"-এর চিঠি পাঠ্যবইয়ে ভুল। কি শিখবো, আর পরিষ্কার কি লিখবো?" প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করে আমাদেরও প্রশ্ন "আমরা কি শেখাবো?" (সূত্রঃ বাংলার বাণীঃ ৯-৯-৯৩, ইনকিলাব ৯-৯-৯৩, দৈনিক বাংলাঃ ১০-৯-৯৩ ইং।)

চরম দুঃখজনক বিষয় হলো, প্রতিটি ক্লাসের বইয়ে কিছুনা কিছু ভুল আছেই। এমন কি, টেকষ্ট বুক বোর্ডের নামেও ভুল। বোর্ড-এর নাম, "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-ঢাকা" তাহলে প্রশ্ন, যশোর, রাজশাহীর জন্য কি আলাদা বোর্ড আছে? এ ভুল সংশোধন করবে কে? তা না থাকলে এভাবে লেখা হবে কেন? এদিকে প্রায় প্রত্যেক ক্লাসের গণিত বইয়ে ভুল এখন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিসাব বিজ্ঞানেও এ ভুল। তাছাড়া যে কোন ইংরেজী/বাংলা রচনা বই খুললেই দেখা যাবে শেরে বাংলার জন্ম ও পৈতৃক ভূমি চাখার লেখা হয়েছে। সঠিক তথ্য হলো—শেরেবাংলার জন্ম তাঁর মামা বাড়ি সাতুরিয়া (ঝালকাঠি) আর পিতৃনিবাস বাউফল থানার বিলবিলাস গ্রাম (সূত্র-চাখার ফজলুল হক কলেজের অধ্যক্ষ এনায়েত করিম রচিত পুস্তিকা)। এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকৌশলী মোঃ নূরুল হক লিখিত চিঠি (ইনকিলাব ২৮-৭-৯৩, দৈনিক বাংলাঃ ২০-৭-৯৩, দৈনিক ইত্তেফাকঃ ২৯-৮-৯৩, বাংলার বাণীঃ ১২-৯-৯৩, জনকণ্ঠ ১১-৯-৯৩ দ্রষ্টব্য) পড়ে স্তম্ভিত হলাম। বুঝতে পারলাম আমাদের লেখাপড়ার মান ক্রমে হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ কি।

একজন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মহান নেতা সম্বন্ধে পাঠ্যবইয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ; কিন্তু বাংলা একাডেমীর এ বছরের বইমেলায় শেরে বাংলার উপরে কোন বই ছিল না। ৩৯ জন বিশিষ্ট

জনমত

ব্যক্তিত্বের ছবি টাঙ্গানো হয়েছিল। তার মধ্যে শেরে বাংলার ছবি ছিল না। এটা শুধু আশ্চর্যের, চরম দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারও বটে।

বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে শেরে বাংলার সঠিক তথ্যসহ সকল পাঠ্যবই সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন মনে করছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলছি, আমরা ছাত্রদেরকে আর ভুল পড়াতে চাই না।

আলী হোসেন
প্রধান শিক্ষক
কালিগুরী এস এ ইনষ্টিটিউশন বাউফল,
পটুয়াখালী।